দৈনিক
ইত্তেফাক

2 8 NOV 2006

ক প্রশিক্ষণ প্রযুক্তিবিদ্যা ও ডিপ্লোমা শিক্ষা বোর্ড

পর্যন্ত সবার জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক
প্রতিটি বিভাগে একটি করে নিম্ন
ক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে অষ্টম শ্রেণীতে
রীক্ষা গ্রহণ করা হবে। প্রাথমিক
াদ্রাসা, কিন্ডার গার্টেনগুলোকে একই
ভুক্ত করে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে
শিক্ষক নিয়োগসহ সকল ব্যবস্থাপনায়
অনুসরণ করা হবে। এই ব্যবস্থা চালু
ন নতুন শিক্ষকের পদ সৃষ্টি হবে। দেশে
প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে
ককে প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব নয়।
পজেলায় একাধিক সরকারি/বেসরকারি
শিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন
ষ্ঠিত কলেজগুলোতে শিক্ষক প্রযুক্তি
প্লোমা ইন এডুকেশন কোর্স চালু করা
য়র দাবি।

অর্জনের প্রথম ও প্রধান স্তর প্রাথমিক
ক্ষার প্রাথমিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার
অর্পিত আছে প্রাথমিক শিক্ষকদের
দের গুণগত মনস্তাত্ত্বিক, কৌশলগত
াতির জন্য একটি সঠিক, যোগ্য ও
উত্তরসূরী তৈরি করতে পারে।
ক মণ্ডলের বাইরে প্রাথমিক শিক্ষকরাই
ওর নৈতিক ও মানসিক দৃঢ়তা এবং
ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার
শিক্ষার মান উন্নয়নের মাধ্যমে একটি
সুশৃঙ্খল, সুসভ্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে
ত করতে পারেন একজন প্রশিক্ষিত,
নিঃস্বার্থ এবং নিবেদিতপ্রাণ প্রাথমিক
প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক
সকল স্তরেই শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের
শ্বব্যাপী আধুনিক প্রযুক্তি চিন্তার সন্নিবেশ
য়েছে। সুশিক্ষিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক সম্প্রদায় গড়ে তুলতে পারলেই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে শিক্ষা শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠবে।

এক বছর মেয়াদি স্বল্প প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিয়ে ১৯৫১ সালে সমগ্র দেশে ৫৪টি প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) প্রতিষ্ঠা করা হয়। তখন এখানকার লোকসংখ্যা ছিল সাড়ে চার কোটি। স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৬৫ লক্ষ। বর্তমানে লোকসংখ্যা ১৪ কোটি, স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩ কোটি। গত ৫৪ বছরে প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের সংখ্যা একটিও বৃদ্ধি করা হয়নি। কোর্সের মেয়াদ ও মান বৃদ্ধি করে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত প্রাতিষ্ঠানিক ডিপ্লোমা কোর্সেও উন্নীত করা হয়নি।

মাধ্যমিক শিক্ষকদের পেশাদারী প্রশিক্ষণ দিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিএড কোর্স চালু করা হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষানীতির কারণে সরকারি ও বেসরকারিভাবে ২১৭টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্যাপকসংখ্যক বিএড ডিগ্রিধারীর অভীষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০০৫ সালে নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA) আইন করা হয়েছে। কিন্তু ৩ কোট স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীর দক্ষ শিক্ষক তৈরির পিটিআইর সংখ্যা ও মান বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

১৯৫১ সালের শরীফ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানে ৫৪টি প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ২০টি পলিটেকনিক, ৫টি টেক্সটাইল, ১টি মেরিন, ১টি আমিনশিপ, ১টি গ্রাফিক্স অ্যান্ড আর্টস, ১টি গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক, ১টি লেদার, ২টি প্যারা মেডিকেলসহ মোট ১১৪টি বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়।

প্রতিটি ইনস্টিটিউটে কোর্সের মেয়াদ ছিল ১ বছর। যুগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পিটিআই ছাড়া সকল ইনস্টিটিউটের কোর্সের মেয়াদ ৪ বছরে উন্নীত করা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে পদবি পরিবর্তন, দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা ও ক্যারিয়ার প্ল্যান বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা ডিপ্লোমা ডিগ্রি নেবার পর উচ্চ শিক্ষা নিয়ে বিশ্বব্যাপী সুনাম অর্জন করছে। কোর্সের মেয়াদ, ইনস্টিটিউটের নাম, কার্য পরিধি বিবেচনা করে বেতনভাতা, সম্মান দেয়ার রীতি পৃথিবীব্যাপী। পিটিআই-এর ১ বছর মেয়াদি অসম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ, শিক্ষা-উন্নত কোনো দেশেই চালু নেই। জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন ইউএনডিপি-র ২০০৩-০৪ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করার অন্তরায় সৃষ্টি করে রেখেছেন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকমণ্ডলী।

অপ্রতুল ও অবৈজ্ঞানিক পন্থায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে পরিণত করা সম্ভব নয়। ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা সংশ্লিষ্টতায় আনতে প্রয়োজন শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রযুক্তির বিদ্যায় ডিপ্লোমা কোর্স। কলেজে একাধিক বিষয়ে ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা কোর্স চালু করলে প্রযুক্তির ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটবে। প্রযুক্তি শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য প্রতিটি বিভাগে একটি করে ডিপ্লোমা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মো. আবুল হাসান, সভাপতি,
খন রঞ্জন রায়, *মহাসচিব,*
ডিপ্লোমা প্রযুক্তি শিক্ষা গবেষণা কাউন্সিল,
বাংলাদেশ, ৮৭ চট্টেশ্বরী রোড,
চকবাজার, চট্টগ্রাম।